সংবাদ » প্রথম পৃষ্ঠা

বেরোবির শহীদ মুখতার ইলাহী হল

অনুমতি না নিয়ে আসন বণ্টন করায় প্রভোস্ট কার্যালয়ে তালা দিল ছাত্রলীগ

টর্চার সেলের কমান্ডার ছাত্রলীগ নেতা জয়ের সন্ত্রাসের কাছে অসহায় প্রশাসন

সংবাদ : লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

| ঢাকা , মঙ্গলবার, ০৫ নভেম্বর ২০১৯

ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে আবাসিক হলে আসন বিন্যাস করার অভিযোগে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মুখতার ইলাহী হলের প্রভোস্ট রুম এবং অফিস রুমে তালা লাগিয়ে দিয়েছে ছাত্রলীগ। গত রোববার দুপুর সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হল অফিস থেকে বের করে দিয়ে তালা দেয়া হয়। ফলে প্রক্টরসহ কর্মকর্তা কর্মচারীরা অফিস কক্ষে প্রবেশ করতে পারেনি। ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদ-উল ইসলাম জয়ের নেতৃত্বে তালা লাগানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন আবাসিক হলের শিক্ষার্থীরা। ৬ ঘণ্টা পর হল প্রশাসনের আকুতি বিনতির পর তালা খুলে দেয়া

হলেও তাদের হুমাক-ধামাকতে আতংকিত হলো প্রশাসন।

হল সূত্রে জানা যায়, শহীদ মুখ্তার এলাহী হলে আবাসিক হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আবেদন পত্র আহ্বান করা হয়। গত বৃহস্পতিবার হলের আসন বরাদ্দের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন হল প্রভোস্ট শাহিনুর রহমানসহ হল প্রশাসনের কর্মকর্তারা। গত বৃহস্পতিবার রাতেই সাক্ষাৎকার দেয়া শিক্ষার্থীদের আসন বণ্টন করে তালিকা দেয়া হয়। সিট বরাদ্দে ছাত্রলীগের সঙ্গে পরামর্শ না করে আসন বরাদ্দ দেয়ার পর বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বিভিন্ন হুমকি-ধামকি দিয়ে আসছিল। অবশেষে রোববার আসন বরাদ্দপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে আসলে তাদের বের করে দিয়ে প্রভোস্ট কক্ষ ও অফিস কক্ষে তালা লাগিয়ে ভর্তি স্থগিত করে দেয় ওই হলের টর্চার কমান্ডার জয়সহ ছাত্রলীগ নেতারা।

নাম প্রকাশে অনিশ্চুক একজন সহকারী প্রভোষ্ট জানান গত ৩১ অক্টোবর হলের আসন বরাদ্দ দেয়ার সময় হল প্রভোস্ট শাহীনুর রহমান ছাত্রলীগের নেতাদের সঙ্গে কোন ধরনের পরামর্শ ছাড়াই শিক্ষার্থীদের আসনের বৈধতা দেন। হলে অবস্থানরত আবাসিক শিক্ষার্থীরা জানায়, শহীদ মুখতার ইলাহী হলে ইতোপূর্বে কোন প্রভোস্ট ছাত্রলীগ নেতা ও টর্চার কমান্ডার জয়ের পরামর্শ ছাড়া কোন আসন বরাদ্দ দিতে পারেননি। হল অফিস সূত্র জানায়, হলে মোট ২শ' চল্লিশটি আসনের মধ্যে বৈধ আসন সংখ্যা

১১৮টি। বাকি আসনগুলোতে জয় এবং ছাত্রলীগ নেতারা তাদের ইচ্ছামতো শিক্ষার্থী তুলে মাসিক চাদা আদায় করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু এবার হল প্রভোস্ট তাদের সঙ্গে কোন কথা ছাড়াই আসন বরাদ্দ দিলে তারা অফিস কক্ষে তালা দিয়ে হলে ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। অভিযোগের বিষয়ে ছাত্রলীগ নেতা মাহমুদ-উল ইসলাম জয়কে ফোন করা হলে ফোন রিসিভ করেননি তিনি।

অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি তুষার কিবরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ‘আমি ঢাকায় ব্যস্ত আছি। তালা লাগানোর বিষয়টি শুনেছি। কেন লাগিয়েছে এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।’

এ বিষয়ে হল প্রভোস্ট মো. শাহিনুর রহমান জানান, ‘তালা দেয়ার বিষয়টা শুনেছি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টা সুরাহা করা হবে। তবে এর আগে প্রভোষ্ট এ প্রতিনিধিকে জানিয়েছিলেন মুখতার এলাহী হলে বহিরাগত কাউকে থাকতে দেয়া হবেনা সে জন্য যা করার তাই করা হবে। তিনি বলেন হলের আবাসিক শিক্ষার্থীদের আইডি কার্ড দেয়া হবে যাতে তাদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়।

বেরোবি
ছাত্রলীগের টর্চার কমান্ডার
ছাত্র লীগ নেতা জয়, নীরব প্রশাসন

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টর্চার সেলের কমান্ডার হিসেবে পরিচিত ছাত্রলীগ নেতা

মাহমুদুল ইসলাম জয়। হলে অবৈধভাবে শিক্ষার্থী উঠানো, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়, বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে চাঁদা দাবি, আবাসিক হলের কক্ষে বহিরাগতদের নিয়ে মাদক সেবনের অভিযোগ রয়েছে ছাত্রলীগের এই নেতার বিরুদ্ধে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং থানায় তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা থাকলেও দিনের পর দিন নীরব ভূমিকা পালন করে আসছে প্রশাসন। এমনকি একটি ঘটনার পর জয় তার অপরাধ স্বীকার করলেও প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

জানা যায়, হল প্রশাসন কর্তৃক সিট বরাদ্দ পেলেও শিক্ষার্থীরা জয়কে চাঁদা না দিয়ে হলে উঠতে পারে না। হলে উঠতে হলে তার অনুমতি নিতে হয়। নিয়মিত চাঁদা দিতে হয় জয়কে। সর্বশেষ গত ২৭ সেপ্টেম্বর রায়হানুল কবির নামের এক শিক্ষার্থীর কাছে চাঁদা দাবি করে জয়। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে আবুল কালাম আজাদসহ ওই শিক্ষার্থীকে মারধর করে জয়। একইসঙ্গে ২ দিনের মধ্যে টাকা না দিলে তাকে হল ছাড়ার হুমকিও দিলে তাজহাট থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন ওই শিক্ষার্থী। একই দিন আরও একজন শিক্ষার্থীকে মারধর করেন জয়। পুনরায় মারধরের ভয়ে কারও কাছে অভিযোগ করেনি ভুক্তভোগী ওই শিক্ষার্থী। এর আগে গত ১৯ সেপ্টেম্বর চাঁদা দাবি করে না পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়া বন্ধ করে দেন তিনি।

এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে আবাসিক হলে বৈধ সিটে উঠতে চাওয়ায় আল

আমিন ও সৌম্য সরকার নামে দুই শিক্ষার্থীকে মারধর করেন ছাত্রলীগের এই নেতা। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরকে লিখিত ও মৌখিক অভিযোগ এবং থানায় মামলা করলেও কোন ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। ওই দুই ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। আল আমীন দৈনিক সংবাদের প্রতিনিধি ও বেরোবি সাংবাদিক সমিতির কোষাধ্যক্ষ এবং সৌম্য বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রতিনিধি ও বেরোবি সাংবাদিক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক।

লিখিত অভিযোগে তারা বলেন, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে শহীদ মুখতার ইলাহী হলের একটি কক্ষে দুটি সিট বৈধভাবে বরাদ্দ দেয়া হয়। সিটে উঠতে গেলে প্রথমে সৌম্য সরকারকে মারধর শুরু করেন ছাত্রলীগ নেতা মাহমুদুল হাসান জয়। পরে তাকে সিঁড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয়। এ সময় আল আমীন এগিয়ে গেলে তাকেও মারধর শুরু করেন জয়ের নেতৃত্বে আরও কয়েকজন। তিনি চিৎকার করলে জয়ের অনুসারী ছাত্রলীগ কর্মী রাসেল তার গলা চেপে ধরেন এবং চিৎকার করতে নিষেধ করেন। পরে কয়েকজন এসে তাদের দু'জনকে উদ্ধার করেন। চলতি বছরের ২৭ এপ্রিল শহীদ মুখতার ইলাহী হলের ডাইনিং বয় জাকির হোসেনের কাছে চাঁদা না পেয়ে অমানুষিকভাবে মারধর করে জয়। এদিকে মারধরের পর চাঁদা না পাওয়ার জেরে হলের ডাইনিং কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয় জয়। এ ঘটনায় কর্মচারীরা নির্দিষ্টকালের জন্য ডাইনিং বন্ধের ঘোষণা দিলে ভোগান্তিতে পড়ে শিক্ষার্থীরা।

এছাড়াও জয়ের কক্ষে নতুন শিক্ষার্থীদের আচরণ শেখানোর নামে করে চাঁদা দাবি, চাঁদা না দিলে মাদক দিয়ে ফাঁসানো এবং উলঙ্গ করে মারধরের অভিযোগ রয়েছে।

হল প্রশাসনের নাকের ডগায় বসে মাদকের রমরমা ব্যবসা, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অবৈধভাবে সিট দখল করে বৈধ শিক্ষার্থীদের উঠতে না দেয়া, প্রতিনিয়ত হল কর্মচারী, ডাইনিং কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের মারধর করেন জয়। তার এমন কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। অতিদ্রুত তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে হল থেকে বের করে দেয়ার অনুরোধ করেন শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

সাধারণ শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এক শীর্ষ নেতার আসকারাতেই সে ক্যাম্পাসে ও হলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তার কাছে অসহায়। তার কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র লীগের সভাপতি তুষার কিবরিয়া বলেছিলেন জয়কে দু'মাসের জন্য বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ১৫ দিন পরেই সে হলে এসে আবারও তার ক্যাডারদের নিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে।

সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আতিউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।